চিড়িয়াখানায় বিপন্ন প্রাণীর সংখ্যা কমে ১, প্রবল ধন্দ

এই সময়: ১৯৯৫-৯৬ সালেও আলিপুর চিড়িয়াখানায় স্তন্যপায়ী প্রাণীর অন্তত ৩২টি বিপন্ন প্রজাতির দেখা মিলত। ৩০ বছর পর ২০২৫-এ এসে বিপন্ন প্রজাতির স্তন্যপায়ীর সংখ্যা ঠেকেছে শূন্যয়। শুধু স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রেই নয়, ১৯৯৫-৯৬-তে এই চিড়িয়াখানায় বিপন্ন প্রজাতির পাখির সংখ্যা ছিল ১১। ২০২৪-২৫-এ এসে সেটাই ১-এ দাঁড়িয়েছে। সরীসৃপের সংখ্যাও ১১ থেকে শূন্যে নেমেছে। অর্থাৎ ৩০ বছরে আলিপুর চিড়িয়াখানায় বিপন্ন প্রজাতির পশুপাখির সংখ্যা ৫৪ থেকে কমে ১ হয়েছে। বুধবার ভারতসভা হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আনলেন পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ নিয়ে কর্মরত সংস্থা 'সেভ ওয়াইল্ড অ্যানিম্যালস অফ আলিপুর জু অ্যান্ড আওয়ার নেচার'-এর (স্বজন) সদস্যরা।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই যে আলিপুর চিড়িয়াখানার পশুপাখির সংখ্যা কমছে, এমন তথ্য 'এই সময়' সংবাদপত্র সর্বসমক্ষে আনার পর থেকেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহরে। শুধু পশুপাখির সংখ্যাই কমেনি, চিড়িয়াখানায় এক বছরের সঙ্গে পরের বছরের জন্তুর সংখ্যায় বড় রকমের গরমিলও নজরে এসেছে। দেশের প্রতিটা চিড়িয়াখানাতেই কোন প্রজাতির পশুর সংখ্যা কত, প্রতি বছর তার বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করে সেন্ট্রাল জু অথরিটি। 'অ্যানুয়াল ইনভেন্টরি অফ অ্যানিম্যালস ইন ইন্ডিয়ান জুজ়' নামের রিপোর্টে প্রতি চিড়িয়াখানা থেকে পাঠানো তথ্য

প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ এই রিপোর্টে আলিপুরে পশুর যে সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, সেই সংখ্যা আলিপুর কর্তৃপক্ষেরই পাঠানো।

পশুপাখির সংখ্যায় এমন গরমিলের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আলিপুর চিড়িয়াখানার তরফে সংবাদমাধ্যমের কাছে বিষয়টিকে 'হিসেবের ভুল' বলে উল্লেখ করা

উদ্বিগ্ন পশুপ্রেমীরা

হলেও এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন 'স্বজন'-এর সদস্যরা। 'স্বজন'-এর সদস্য স্বর্ণালী চট্টোপাধ্যায় 'এই সময়'-কে বলেন, '১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত সময়ের হিসেবে দেখা যাচ্ছে, স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ এবং পাখি — তিন ধরনের প্রাণীর ক্ষেত্রেই 'এনডেঞ্জারড স্পিসিস' বা বিপন্ন প্রজাতিভুক্ত প্রাণীর সংখ্যা ভয়াবহ কমেছে। এটা খুবই আতঙ্কের বিষয়।' 'স্বজন'-এর অন্যতম সদস্য এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপিকা মহালয়া চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'চিড়িয়াখানায় আমরা প্রথম গোলমাল আঁচ করি আলিপুর রোডের উল্টো দিকের অ্যাকোয়ারিয়াম এবং সংলগ্ন পশু হাসপাতালটির জমি বিক্রির টেন্ডার ডাকার সময় থেকে।' তিনি বলেন, 'যদি চিড়িয়াখানার সঙ্গে কোনও পশু হাসপাতালই না থাকে, তা হলে তার মান নেমে যায়। আলিপুর চিড়িয়াখানাটি প্রথমে 'লার্জ জু' তকমা পেত, এখন সেটি 'মিডিয়াম জু' হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই বিষয়ে আমরা একটি জনস্বার্থ মামলাও করেছি।'

২০১৬ সালে সেন্ট্রাল জু অথরিটি আলিপুর চিড়িয়াখানা নিয়ে একটি 'মাস্টার প্ল্যান' প্রকাশ করেছিল। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী, আলিপুরকে শুধু প্রদর্শন নয়, একই সঙ্গে গবেষণা, সচেতনতা-বৃদ্ধি, লাইব্রেরি, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এবং পশুপাখির প্রজননের স্থান হিসেবেও গড়ে তোলার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু যে ভাবে চিড়িয়াখানার মানের অবনমন ঘটেছে, তাতে এখানকার ভবিষ্যৎ নিয়েই রীতিমতো চিন্তায় পশুপ্রেমীরা।